সংবাদ

2 FEB 2017

কেরানীগঞ্জের দোলেশ্বরে

বিনা নোটিশে স্কুল মাঠে প্রচীর প্রশাসনের : হুমকিতে খেলাধুলা

প্রতিনিধি, কেরানীগঞ্জ (ঢাকা)

ঢাকার কেরানীগঞ্জে দোলেশ্বর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ও দোলেশ্বর আবদুল মান্নান আদর্শ মহাবিদ্যালয়ের খেলার মাঠের সরকারি বন্দোবস্তকৃত জমির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই মাঠের জায়গা দখল নিয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছে।

এই খেলার মাঠটি বেদখল হয়ে গেলে দোলেশ্বর আদর্শ বিদ্যালয় ও দোলেশ্বর আবদুল মান্নান আদর্শ মহাবিদ্যালয়ের শতশত ছাত্রছাত্রীদের খেলার মাঠের সমস্যা দেখা দেবে এবং শিক্ষার পরিবেশ মারাত্মকভাবে হুমকির মুখে পড়বে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী ও সচেতন এলাকাবাসীদের মধ্যে চরম ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

দোলেশ্বর আবদুল মান্নান আদর্শ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অমলেশ চন্দ্র চক্রবর্তীর কাছ থেকে জানা যায়, দোলেশ্বর কল্যান সংস্থার (ট্রাস্ট) অর্থায়নে ১৯৮২ সালে দোলেশ্বর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিদ্যালয়ের সংলগ্ন দোলেশ্বর মৌজার ১নং খাস খতিয়ানের ১৬১ শতাংশ ভূমি তখন থেকেই বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সরকারি নিয়ম অনুসারে ওই ভূমি দোলেশ্বর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের নামে ১৯৯০ সালে বন্দোবস্ত নেয়া হয়। পরবর্তীতে ওই ভূমি ১৯৯৩ সালের ২ মে তারিখে সেলামী পরিশোধের মাধ্যমে ঢাকা জেলা প্রশাসক রেজিস্টি দলিলের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের নামে দীর্ঘ মেয়াদি বন্দোবস্ত প্রদান করেন। পরবর্তীতে দোলেশ্বর কল্যাণ সংস্থার অর্থায়নে ১৯৯২ সালে দোলেশ্বর আবদুল মান্নান আদর্শ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর দোলেশ্বর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের নামে বন্দোবস্তকৃত ১৬১ শতাংশ ভূমির মধ্যে ১১১ শতাংশ ভূমি বন্দোবস্তের শর্ত মোতাবেক ঢাকা জেলা প্রশাসকের অনুমতিক্রমে দোলেশ্বর আবদুল মান্নান আদর্শ মহাবিদ্যালয়ের নামে রেজিস্ট্রি দলিল মূলে হস্তান্তর করা হয়। তখন হতেই সম্পূর্ণ ভূমি দোলেশ্বর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় এবং দোলেশ্বর আবদুল মান্নান আদর্শ মহাবিদ্যালয়ের খেলার মাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বন্দোবস্তকৃত ভূমি নিচু ছিল এবং বন্যার সময় পানিতে তলিয়ে যেত। পরে দোলেশ্বর কল্যাণ সংস্থার অর্থায়নে ৫৭,৯৮,৯৯৫ টাকা ব্যায় করে মাটি ভরাট করা হয়।

> খেলাধুলা সংস্কৃতি চর্চার অভাবেই জঙ্গিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে

বন্দোবস্ত দলিলের শর্ত মোতাবেক নিয়মিতভাবে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা হচ্ছে।

বন্দোবস্ত দলিলে উল্লেখ আছে যে, বন্দোবস্ত গ্রহীতাকে ১৯৯০ সালের ১৯ জুলাই থেকে ৩০ বছর মেয়াদে বন্দোবস্ত প্রদান করা হলো এবং একই সঙ্গে পরবর্তীতে ৩০ বছর করে আরও দুইটি নবায়ন পাওয়ার অধিকার দেয়া হলো। উল্লেখিত তিনটি মেয়াদ শেষ হলে উক্ত ভূমিটি বন্দোবস্ত গ্রহীতার চীরস্থায়ী বলিয়া গণ্য হবে। এই দলিলমূলে প্রথম ৩০ বছরের মেয়াদটি ২০২০ সালের ১৮ জুলাই পূর্ণ হবে।

কিন্তু মেয়াদ পূরণের আগেই অজ্ঞাত কারণে সহকারী কমিশনার (ভূমি) দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ সার্কেল রাজস্ব শিউলি রহমান তিন্নি স্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষকে কোন নোটিস না দিয়েই গত সোমবার সার্ভেয়ার দিয়ে মাঠটি মেপে চারদিকে চারটি খুঁটি পুঁতেন এবং মাঠের চারদিকে বাউন্ডরি দেয়াল নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু করেন।

এ ব্যাপারে সহকারী কমিশনার (ভূমি) দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ সার্কেল রাজস্ব শিউলি রহমান তিন্নীর কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ভূমি মন্ত্রণালয় স্কুল-কলেজের নামে বন্দোবস্তকৃত ভূমির বন্দোবস্ত বাতিল করেছেন।

মন্ত্রণালয় থেকে আমাদেরকে চিঠি দিয়েছেন বন্দোবস্ত বাতিলকৃত ভূমিটি উদ্ধারের জন্য। এই জন্য আমরা ভূমিটি পরিমাপ করে চারিদিকে বাউন্ডারি দেয়াল নির্মাণের পদক্ষেপ নিচ্ছি।